বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম

মোঃ আমিনুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

মোঃ আমিনুল ইসলাম মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নের সূচনার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ১৯৭৪ সালের ১৯ জুন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারের চাহিদা অনুসারে বাস্তবভিত্তিক, সুপরিকল্পিত ও সূচারু কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণীতে অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখে চলেছে। একাডেমী ১৯৭৪ সাল থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৫,৭৮৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ, ৪৬৬টি গবেষণা এবং ৪১টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে অবদান রেখে চলেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নের লড়াইয়ের সুদৃঢ় নেতৃত্ব প্রদানকারী দূর্নীতির সাথে আপোষহীন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" নির্বাচনী ইশতেহারে "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে গবেষণা ও বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমানে কাজ করছে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের মাধ্যমে একাডেমী তার ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে একাডেমী তার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে যা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে অবগত করতে পারার জন্য আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। সেই সাথে একাডেমীর অনুষদ সদস্যসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

সূচি পত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	১
২.	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১
৩.	গবেষণা কার্যক্রম	২
৪.	একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম	২
৫.	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা	৩
৬.	প্রায়োগিক গবেষণা	৬
৭.	এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	৬
৮.	চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ	৬
৯.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M4C)	৬
১০.	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	৯
১১.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	১২
১২.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	১৪
১৩.	জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প	১৭
১৪.	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	১৯
১৫.	(৭) সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প	২২
১৬.	কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প	২৪
১৭.	স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা	২৫
১৮.	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট	২৬
১৯.	সরকারী বে-সরকারী অংশীদারিত্বে (পিপিপি) মডেল	২৭
২০.	৯ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৯	২৮
২১.	স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম	৩০
২২.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)	৩০
২৩.	বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন	৩১
২৪.	সিআইডব্লিউএম পরিচালিত আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম	৩৩
২৫.	সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার	৩৩
২৬.	ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৫
২৭.	রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)	৩৬
২৮.	চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)	৩৭
২৯.	সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)	৩৮
৩০.	পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার (পিপিআরসি)	৩৮
৩১.	পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি)	৩৯

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্রপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নাই। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ১০নং আইনের দ্বারা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একাডেমীর মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। বর্তমানে আরডিএ সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

একাডেমী ১৯৭৩-৭৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৫৭৮৫টি ব্যাচে মোট ৫৬৯১৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ ৩৮৮৮৯৪ জন এবং মহিলা ১৮০২৭৯ জন। এর মধ্যে চলতি অর্থ বছর (২০১৮-১৯) এ মোট ৩৮৯ ব্যাচে সর্বমোট ২১৯৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ৩৮৯টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ২১,৯৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এসকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৪৪৮১ জন পুরুষ এবং ৭৪৬০ জন মহিলা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণ (জন দিবস)
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	২২৪	৪২৩১	৩৪৮০	৭৭১১	৪৩৫৪২
২.	উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ	১২২	৫৯৭৫	৩০৫৩	৯০২৮	১৪৪২৬
৩.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৯	৬৩৮	২৩৭	৮৭৫	১৩৪২৯
৪.	সেমিনার/ওয়ার্কসপ	৩৪	৩৬৩৭	৬৯০	৪৩২৭	৫৮৪৩
মোট		**৩৮৯**	**১৪৪৮১**	**৭৪৬০**	**২১৯৪১**	**৭৭২৪০**

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতে ও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গবেষণার বিষয়সমূহ

- **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal):** চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণ, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুহার কমানো, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

- **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (Socio-economic Development):** ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সুশাসন, ই-গভর্ন্যান্স, জেন্ডার উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, হিসাব, জন পরিসংখ্যান (Demography), লোক প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম, এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচি।

- **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development):** শস্য বহুমুখীকরণ, সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পোল্ট্রি, মৎস্য ও পশু সম্পদ, নার্সারী/হোম গার্ডেনিং, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি যন্ত্রায়ন, হাইব্রিড প্রযুক্তি, বীজ প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসা, মৃত্তিকা ও ভূমি উন্নয়ন, প্রচলিত কৃষি, উদ্যান ফসল, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি অর্থনীতি ইত্যাদি।

- **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (Environmental Protection and Development):** সামাজিক বনায়ন, নিরাপদ পানি, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, জৈব কৃষি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, পল্লী জ্বালানী, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, খরাসহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাত উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ, দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় লবণ সহিষ্ণু জাতের উপযোগীকরণ ও পরীক্ষণ ইত্যাদি।

  উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও অনুষদ সদস্যবৃন্দ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

একাডেমীর গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমী প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৪৬৬টি গবেষণা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৮টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের তালিকা

Title of the Research Publication		Researcher's Name
1.	Dairy Milk Production, Processing and Marketing at RDA Laboratory Area for Livelihood Improvement of Small Milk Producers	Abdullah Al Mamun, Director Dr. Samir Kumar Sarker, Director Dr. Muhammad Riazul Islam, Assistant Director Md. Abdul Alim , Assistant Director Dr. Zinat Fatema, Researcher
2.	Assessment and Analysis of the Overall Situation of Women and Children: Bangladesh Scenario	Monirul Islam, Assistant Director Md. Abdul Alim, Assistant Director Shamal Chandra Hawlader, Assistant Director Md. Mohiuddin, Deputy Director Asim Kumar Sarkar, Assistant Director
3.	Grain Storage at Household Level Food Security	Dr. AKM Zakaria Md. Ferdous Hossain Khan, Joint Director Md. Delwar Hossain, Deputy Director Rebeka Sultana, Deputy Director
4.	Annual Plan 2018-2019 and Report 2017-2018	Convener: Md. Nazrul Islam Khan, Director
5.	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান	ড. মোহাম্মদ মুনসুর রহমান, পরিচালক ড. মো: নুরুল আমিন, পরিচালক সারাওয়াত রশীদ, উপ-পরিচালক শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদ, উপ-পরিচালক আল মামুন, সহকারী পরিচালক
6.	Adoption of Integrated Homestead Farming Technologies by the Rural Women of RDRS	Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director
7.	Evolutionary relationships of cyprinid fishes (*Cyprinidae*) from Bangladesh based on morphological traits and mitochondrial genes	Md. Ashraful Alam, Assistant Director
8.	Involvement of Women in Small Scale Fish Farming in Birganj Upazilla of Dinajpur: potential for nutritional point of view	Md. Ashraful Alam, Assistant Director
9.	Determinants of Rural Migration and its Influences on Agricultural Labour	Noor Muhammad, Assistant Director
10.	Assessment of adulteration in banana ripening practiced in Bogura district and development of safe ripening techniques for	Md, Ferdous Hossain Khan, Joint Director Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director Md. Abdul Alim , Assistant Director

Title of the Research Publication		Researcher's Name
	ensuring food safety and security	
11.	Effect of Organic and Inorganic Seed Treatments on Quality for Vegetable Seed in Storage	Ms. Rebeka Sultana, Deputy Director Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director
12.	A Checklist of fish species from three rivers in Northwestern Bangladesh Based on a seven-year survey	Mohammad Ashraful Alam, Assistant Director
13.	Common Practices Regarding Health and Status of Treatment Facilities in the Rural Areas of Sherpur Upazila, Bogura, Bangladesh	Md. Abdul Alim , Assistant Director Sarawat Rashid, Deputy Director Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director Mohammad Munsur Rahman, Director Jayanto Kumar Roy, Assistant Director
14.	Detection of Crossbreed Magur(*claras batrachus x C. gariepinus*) in Bangladesh through geometric morpohometric and mitochondrial col gene analyses	Md. Ashraful Alam, Assistant Director
15.	Community Based Housing: An Innovative and Green Development Project of Bangladesh (Conference Paper)	Sarawat Rashid, Deputy Director Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director
16.	Fish Diversity and Conservation Status in Freshwater Ecosystem of Dharala River at Kurigram, Bangladesh	Md. Ashraful Alam, Assistant Director
17.	স্বল্প পরিসরে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন	ড. মোঃ আব্দুর রশিদ, পরিচালক শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার, সহকারী পরিচালক মনিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক
18.	Effectiveness of Web-Internet Information System for Achieving e-Governance in Bangladesh	Dr. Md. Abdur Rashid, Director Sheikh Saeem Ferdous, Deputy Director
19.	Women Empowerment through Entrepreneurship: A study in Jashore District	Maruf Ahmad, Assistant Director
20.	Information Needs of Rural Women in Agricultural Activities	Noor Mohammad, Assistant Director

Title of the Research Publication		Researcher's Name
21.	Factors Affecting Safe Food Production: A Study in Bogura District	Dr. Md. Abdur Rashid, Director Rebeka Sultana, Deputy Director Noor Mohammad, Assistant Director
22.	Production of earthworms (*Eisenia foetida*) as an alternative mud eel (*Monopterus cuchia*) feed	Macksood Alam Khan, Deputy Director Md. Ashraful Alam, Assistant Director
23.	Impact of Trichoderma Enhanced Composting Technology in Improving Soil Productivity	M.A. Matin Noor Mohammad, Assistant Director
24	Status of Dairy Cattle Rearing In Char Land Areas As Enterprise at Two Upazilas of Bogura.	Dr. Samir Kumar Sarkar Dr. Muhammad Rizaul Islam Dr. Sultana Fizun Nahar Md. Muraduzzaman
25	Contribution of female member in family welfare through handicraft production: A Study in Bogura District	Macksood Alam Khan, Deputy Director Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director Andalib Mahajabin, Assistant Director Sompa Khatun,
26	Strengthing Rural Livelihood: The Role of Mobile Phone Bogura Drictric, Bangladesh.	Md. Ashraful Alam, Assistant Director Md. Mohiuddin Deputy Director Md. Tanbirul Islam Deputy Director Jayanto Kumar Roy, Assistant Director
27	Resourse Mobilisation and Decition making process of union parisad level in bangladesh.	Dr. Shaikh Mehdee Mohammad, Joint Director Salma Mobarek Deputy Director Mr. Md. Maruf Ahmad Assistant Director Zahidul Islam
28	Collaborative Leadership and Perception of Quality Education at Secondary Schools in Rural and Urban Areas of Bangladesh	Dr. Monsur Ahmed, Assistant Professor Dr. Muhammad Munsur Rahman, Director Arif Ahmed Zufi, Assistant Professor Md. Tanbirul Islam, Deputy Director

প্রায়োগিক গবেষণা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্তে প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একাডেমী গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত মোট ৪১টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ২৩টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলির মধ্যে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভুক্ত ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ৭টি বিশেষায়িত সেন্টার এর মাধ্যমে পরিচালিত কার্যকক্রম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সরকার চলতি অর্থ বছরে একাডেমীর মাধ্যমে ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত প্রকল্প/কর্মকান্ড বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এডিপিভুক্ত চলমান প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(১) যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (এমফরসি) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

(২) ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(৩) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

(৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

(৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), জামালপুর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

(৬) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

(৭) সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(৮) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

বর্তমানে মোট ২৩টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলির মধ্যে এডিপিভুক্ত ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ৭টি বিশেষায়িত সেন্টার এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম/কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(১) মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M4C)

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে মোট ৯২৬২.৮৫ (জিওবি-১৩৬৩.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৮৯৯.৮৫ লক্ষ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদী একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্মক হুমকীর সৃষ্টি হচ্ছে। চরাঞ্চলগুলো নদী বেষ্টিত এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চরের এই ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মূল-ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থাপনা তথা চরগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তদুপরি, চরগুলো অনেকগুলি কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে আকড়ে ধরে আছে। যার ফলে চরগুলো শস্যভান্ডার হিসেবে খ্যাত। উৎপাদিত খাদ্য শস্যই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের নিরাপদ ক্ষেত্র। কিন্তু চরাঞ্চলে টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায়

উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে দিন দিন চরবাসীদের চরম দারিদ্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এমফরসি প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৯,২৬২.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৭,৮৯৯.৮৫ লক্ষ; জিওবি-১,৩৬৩.০০ লক্ষ)
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৮৮০৫.৭২ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৭৫৫৯.৫৪ লক্ষ; জিওবি-১২৪৬.১৮ লক্ষ)
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	১২২১.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৯২১.০০ লক্ষ; জিওবি-৩০০.০০ লক্ষ)
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ব্যয়	:	১১০৪.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৯২১.০০ লক্ষ; জিওবি-১৮৩.০০ লক্ষ)

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এমফরসি প্রকল্পের সহযোগী চারটি কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জুলাই/১৮- জুন/১৯ মাস পর্যন্ত চরাঞ্চলে সর্বমোট ১০.১৩ কোটি টাকা মূল্যের মানসম্মত কৃষি উপকরণ বিক্রি করেছে। তাদের পণ্য বেশী পরিমান বিক্রির লক্ষ্যে ২৫ জুন, ২০১৯ ইং পর্যন্ত ৪৬৮ টি কৃষক সভা, ১২৩ টি কৃষক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে যেখানে মোট ২৭,৪৭৪ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৯,৪০৮ জন নারী।
- এমফরসি প্রকল্পের সহযোগী গোখাদ্য সরবরহকারী প্রতিষ্ঠান এসিআই গোদরেজ জুলাই/১৮- জুন/১৯ মাস পর্যন্ত চরাঞ্চলে ৩,৪০৩ মে: টন উন্নতমানের গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রয় করেছে। এসিআই গোদরেজ তাদের পণ্য বেশী পরিমান বিক্রির লক্ষ্যে ৯৫ টি কৃষক সভা, ৬১ টি কৃষক প্রচারাভিযান এবং ২১ টি মাঠ দিবস পরিচালনা করে যেখানে মোট ১৬,৮০৬ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৬,১৩৬ জন নারী।
- এমফরসি টিম ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (প্রাণিসম্পদ) এর মাধ্যমে জুন, ২০১৯ ইং মাস পর্যন্ত ৩৫৬ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ এবং ১২৭ টি কৃষক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে যেখানে মোট ২০,৪২১ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ১২,৫২৬ জন নারী। এছাড়া ৫ টি গবাদী প্রাণির টিকা প্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করে, যেখানে ৪৩৫ টি পরিবারের গবাদী প্রাণিকে টিকা প্রদান করা হয়।
- এমফরসি টিম ট্রেডার আউট গ্রোয়ার (ফসল) এর জন্য ফসল চাষাবাদ সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন বিষযক ৩টি ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যেখানে মোট ১৭১ জন আউট গ্রোয়ার (ফসল) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জুন, ২০১৯ ইং মাস পর্যন্ত ৭৬৫ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ করা হয়, যেখানে মোট ১৯,২১৭ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ১২,১৩২ জন নারী।
- এমফরসি প্রকল্পের সহযোগিতায় অংশীদার এনজিও গাক, এনডিপি, ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, এসকেএস ফাউন্ডেশন ও ব্রাক এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রামে জুলাই/১৮- জুন/১৯ পর্যন্ত ৫,৬৩৯ জন কৃষকের মাঝে ১৬.০০ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭,৩২৫ জন কৃষকের মাঝে ৫০.৫৭ কোটি টাকা মৌসুমী কৃষি ঋণ প্রদান করেছে।

- এমফরসি প্রকল্পের আওতায় গত ২০ জুন,১৯ মাসে মার্কেট সিস্টেম চেঞ্জেস ফর সাসটেইনেবল ভালনারেবিলিটি রিডাক্টশন ইন চ্যালেঞ্জিং কনটেক্সট শীর্ষক ডেসিমিনেশন কর্মশালা সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বেসরকারী খাতগুলো হতদরিদ্র সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতিশীল প্রভাব ফেলতে পারে এবং এই প্রভাবগুলো দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য মূলধন গঠনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা ঝুঁকি মোকবেলা করার জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিসি এর ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব ডেরেক জর্জ, সুইসকন্ট্রাক্ট এর কান্ট্রি ডিরেক্টর অনির্বান ভৌমিক, এমফরসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুর রশিদ এবং এমফরসি প্রকল্পের টিম লিডার জনাব এসএম মাহমুদুজ্জামান।

চিত্রে: এমফরসি প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকান্ড

(২) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া "গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ" সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৭টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার - ৩৬,২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ও সুবিধাভোগী- ৬,১৩৫.৭৮ লক্ষ টাকা)
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা (জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়)
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ায় কর্মকান্ড স্থগিত আছে যা পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮,৯০৩.৩০ লক্ষ টাকা (প্রস্তাবিত)

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক) বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৭টি আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণ;

খ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত ৭টি ভবন নির্মাণ (৩ তলা);

গ) সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন;

ঘ) নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;

ঙ) পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও টয়লেট ফ্লাশ কাজে ব্যবহার;

চ) অগ্নিনির্বাপকের সুযোগ এবং পরিবেশ উন্নয়নে জলাধার/লেক নির্মাণ;

চ) রন্ধনকাজে বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন;

ছ) বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে প্রাপ্ত স্লারী থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন;

জ) সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং

ঝ) উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

চিত্রে: কৃষি জমি সাশ্রয়ী ও আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিত্তিক পল্লী জনপদ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

বিভাগের নাম ও অবস্থান	বাস্তব অগ্রগতি (%)
রংপুর (নিয়ামত, পান্ডারদিঘী, রংপুর সদর, রংপুর)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৩.৯০২ একর ও টাকা ৬৪৮.২৯ লক্ষ। **আবাসিক ভবন** ● টাওয়ার-০১ এবং টাওয়ার-০২ এর ৪র্থ তলা পর্যন্ত ফ্রেম স্ট্রাকচার সম্পন্ন হয়েছে, শুধুমাত্র ৪র্থ তলার দেয়াল গাঁথুনি ও প্লাস্টারের কাজ চলমান রয়েছে। ● টাওয়ার-০১ এবং টাওয়ার-০২ এ ৫০০টি (মোট ৮০০টির মধ্যে) দরজার চৌকাঠ সংযোজন সম্পন্ন হয়েছে। টাইলস এর কাজ চলমান। ● টাওয়ার-০১ এবং টাওয়ার-০২ এর ৩য় তলা পর্যন্ত থাই-এর ফ্রেম লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ইলেকট্রিক্যাল পাইপ লেইং করা হয়েছে। **ফার্ম বিল্ডিং/ক্যাটেল সেড** ● ফার্ম বিল্ডিং এর নির্ধারিত স্থানে আবাসিক ভবনের ফেরো-সিমেন্ট স্লাব ঢালাই ও কিউরিং কাজ চলমান, নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে। **বায়োগ্যাস প্লান্ট** ● প্রকল্প সাইট প্লানে ২টি বায়োগ্যাস প্লান্ট-এর লে-আউট প্রদান করা হয়েছে। **ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা** ● ডিপ-টিউবওয়েলের লোকেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে। **অন্যান্য** ● প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ১২২৪টি আবেদন জমা হয়েছে; ● ফ্ল্যাট বুকিং এর জন্য সর্বমোট ২০৩ জন (৩০%) টাকা জমা প্রদান করেছেন। **আর্থিক অগ্রগতি** মোট কার্যাদেশ ৫১৫৩.৬০ লক্ষ টাকা। বিল প্রদান করা হয়েছে- ৩২৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা।
ঢাকা (হরিদাসপুর ও আড়পাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৪.২৬ একর ও টাকা ৪৩০.০০ লক্ষ। **আবাসিক ভবন** **টাওয়ার-০১** ● গ্রেড বীম এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দুই ভবনের ১ম তলার ৫৬টি কলাম সম্পন্ন হয়েছে। ● গ্রেড বীম পর্যন্ত মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **টাওয়ার-০২** ● ভবনের ১ম তলা সর্ট কলাম এর কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। ● টাওয়ার-১ এর মাঝে ফেরো সিমেন্টের স্লাব এর কাজ শুরু হয়েছে। **ফার্ম বিল্ডিং/ক্যাটেল সেড** ● ফার্ম বিল্ডিং এর নির্ধারিত স্থানে মাটি কাটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **বায়োগ্যাস প্লান্ট** ● প্রকল্প সাইট প্লানে ২টি বায়োগ্যাস প্লান্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। **ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা** ● ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। **অন্যান্য** ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ৮১৮ আবেদন জমা হয়েছে।

বিভাগের নাম ও অবস্থান	বাস্তব অগ্রগতি (%)
রাজশাহী (জামালপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৫.৬৭ একর ও টাকা ৭৩৯.৩১ লক্ষ। **আবাসিক ভবন** **টাওয়ার-০১** ● ২টি ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত ফেরো-সিমেন্ট স্লাব/ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ৪র্থ তলার মোট কলামের প্রায় ৬০% ভাগ ঢালাই কাজ ও ২০% ছাদের বীম এর ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ভবনের নীচ তলায় বালু ভরাট ও কম্প্যাকশন কাজ সম্পন্ন রয়েছে। ● ২টি ভবনের ২য় তলার পাটিশন/ওয়াল গাঁথনীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং লিন্টেল, টয়লেটের ছাদ ঢালাই কাজ চলমান। **টাওয়ার-০২** ● ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত স্লাব ঢালাই শেষ হয়ে ৪র্থ তলার ৩০% কলাম ও বীম ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● ভবনের নীচ তলায় বালু ভরাট ও কম্প্যাকশন কাজ সম্পন্ন রয়েছে। ● টাওয়ার-০১ ও টাওয়ার-০২ এর প্রয়োজনীয় ফেরো-সিমেন্ট স্লাবের ১০০% স্লাব ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ● নির্মিত ছাদের ইলেকট্রিক্যাল পাইপ লেইং সম্পন্ন হয়েছে। ● ভবনের পার্টিশন ওয়াল এর জন্য হলো-ব্লক তৈরির কাজ চলছে। **ফার্ম বিল্ডিং/ক্যাটেল সেড** ● ফার্ম বিল্ডিং এর নির্ধারিত স্থানে আবাসিক ভবনের ফেরো-সিমেন্ট স্লাব ঢালাই ও কিউরিং কাজ চলমান। **বায়োগ্যাস প্লান্ট** ● প্রকল্প সাইট প্লানে ২টি বায়োগ্যাস প্লান্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। **ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা** ● ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। **অন্যান্য** ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ১২২৫ টি আবেদন জমা হয়েছে।
খুলনা (খোলাবাড়ীয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৩.৭৫ একর ও টাকা ৬২২.০৮ লক্ষ। **অগ্রগতি** ● বালি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ● এপ্রোচ রোড তৈরী করা হয়েছে; ● পাইলিং এর লে-আউট প্রদান করা হয়েছে; ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ৯৭৫ টি আবেদন জমা হয়েছে।
সিলেট (বদুহাজি, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ৪.২১৫ একর ও টাকা ৬০৫.২০ লক্ষ। **অগ্রগতি** ● সিলেটে নীচু এলাকা ছিল বিধায়, কাজ শুরু করা যায় নি; ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ৩২৮টি আবেদন জমা হয়েছে।

বিভাগের নাম ও অবস্থান	বাস্তব অগ্রগতি (%)
চট্টগ্রাম (বঙ্গবন্ধু বাজার , সদর উপজেলা, কক্সবাজার)	**জমির পরিমাণ ও টাকা** ● ৪.২০৬২ একর ও টাকা ৫৬২.৫০ লক্ষ। ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ২৩৫টি আবেদন জমা হয়েছে।
বরিশাল	**অগ্রগতি** ● পল্লী জনপদ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের জন্য বরিশাল জেলার বিভিন্ন এলাকা ইতোমধ্যেই পরিদর্শন করা হয়েছে; ● খুব শীঘ্রই প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা সম্ভব হবে। ● ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২৭২টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ১৪৯টি আবেদন জমা হয়েছে।

পল্লী জনপদ, রংপুর এর নির্মাণাধীন ভবন

(৩) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন থেকেই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। গভীর নলকূপের সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমী ১৯৮০-১৯৮৩ সময়কালে FAO/UNDP অর্থায়নে ‘‘Tubewell Command Area Development (TCAD)’’ শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফসল হিসেবে ‘‘Buried Pipe System of Irrigation’’ (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা)’’ Concept এদেশে প্রতিষ্ঠা পায়। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এইরুপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। গভীর নলকূপ সেচ এলাকার এইরূপ বৃদ্ধির ফলে একর প্রতি বিদ্যুৎ/জ্বালানী খরচ (৭৫%) কমানো সম্ভব হচ্ছে। উপরন্তু পানির অপচয় ৬০% থেকে ৫%-এ আনা সম্ভব হয়েছে এবং ভূ-উপরিস্থ সেচনালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে ১৬৬ একর সেচ এলাকায় ৩ একর জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। সেচনালা নির্মাণে ভূমি মালিকদের মধ্যে সম্ভাব্য সামাজিক দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আরডিএ-এর অভিজ্ঞতার আলোকে এই ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উত্তর-পূর্ব ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়), গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (গ্রামীণ ব্যাংক), দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে ব্যবহার করছে। এছাড়া খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আরডিএ, ডিএই, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম গ্রহণ করলে মাঠ পর্যায়ে তার প্রভাব কম লক্ষ্য করা

গেছে। আরডিএ গবেষণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনাসহ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদী পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শষ্য এবং বিভিন্ন সব্জি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগের ৪০ জেলার মোট ২০০টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৩৯৬৩.০০ লক্ষ (সংশোধিত)
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩,১৪২.৫২ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৮০০.০০লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৭৬৩.৭২লক্ষ টাকা

পানি সাশ্রয়ী গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে সেচকৃত পানি ৩০-৪০% সাশ্রয় হচ্ছে পক্ষান্তরে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০-৪০%। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের আওতায় ১৪ জেলার অন্তর্গত ৭২টি কৃষক গ্রুপে এই ধরনের আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকীকরন প্রদর্শনী'র বাস্তবায়ন এই প্রথম। আধুনিক এই পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সমূহ এবং যান্ত্রিকীকরন বানিজ্যিকভাবে বাস্তবায়নে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহন করেছেন এবং সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাও তৈরী হচ্ছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিসমূহ পাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

চিত্রে: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সেচের পানি ও উৎপাদন উপকরণ সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে চাষাবাদ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- খামার যান্ত্রিকিকরণের জন্য পাওয়ার টিলার বেড ফর্মারসহ, রোপন ও মাড়াই যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে বিতরণ চলমান রয়েছে। বর্তমান পর্যন্ত ৫৫টি পাওয়ার টিলার বেড ফর্মারসহ কৃষি যন্ত্রপাতি উপকারভোগী পানি সাশ্রয়ী কৃষকদলে বিতরণ করা হয়েছে।
- লক্ষ্যমাত্রা ৫০টির বিপরীতে ৫০টি উপ-প্রকল্প এলাকা নির্বাচন, ৫০টি দল গঠন।
- খরিফ-২/১৯ মৌসুমে ৭টি মাদার ট্রায়েল সহ ১৬৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং খরিফ-২/১৯ মৌসুমে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান।
- সেলফ হেল্প গ্রুপ আবাসিক ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ভবনের ফিনিসিং কাজ চলমান।
- প্রযুক্তিসমূহ জনপ্রিয় ও প্রসারের জন্য ১৫৪ টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে।
- ৮টি অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭টি মেশিনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ৫০টি ফার্মার্স ফিল্ড প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করার নিমিত্তে আরডিএ, বগুড়া'র অধীনে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার আদলে একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানন্নোয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আদলে আরো একটি পূর্ণাঙ্গ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১১১৩২.০০ লক্ষ টাকা ।
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৯০৬৪.৯৭লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫০৫৩.০০লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৫০১৭.৮৮ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

ভূমি অধিগ্রহণ

- **প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ**

অফিস ভবন নির্মাণ

- মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬০০ ব: মি: X ১০ তলা = ৬০০০ ব: মি: নির্মাণ
- টেকনোলজি ভবনঃ (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৩০০ ব: মি: X ২ তলা = ৬০০ ব: মি: নির্মাণ)
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ): (৭০০ ব: মি: X ৫ তলা = ৩৫০০ ব: মি: নির্মাণ) গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ১ম তলা- ক্যাফেটেরিয়া, ২য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র, ৩য় তলা গেস্ট হাউস

আবাসিক ভবন নির্মাণ

- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা ও পুরুষ): (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৪৫০ ব: মি: X ৬ তলা = ২৭০০ ব: মি: নির্মাণ)
- পরিচালকের বাংলোঃ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (১৫৮ ব: মি: X ২ তলা = ৩১৬ ব: মি: নির্মাণ)
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ (১৮৬ ব: মি: X ৪ ইউনিট X ২ তলা = ১৪৮৮ ব: মি: নির্মাণ)
- ষ্টাফ কোয়ার্টার (এ, বি, সি টাইপ) (১০তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৭৫০ ব: মি: X ৩ টাইপ ইউনিট X ২ তলা = ১৫০০ ব: মি: নির্মাণ)
- মসজিদ নির্মাণ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ১ম তলা নির্মাণ (২২০ ব: মি: X ১ তলা = ২২০ ব: মি: নির্মাণ)।
- ডেইনেজ সিস্টেম, রোড/লিংক রোড, করিডোর ইত্যাদি স্থাপন/নির্মাণ।

এছাড়া প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে আরডিএ, রংপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট; (খ) ফসল ইউনিট; (গ) ডেইরী ইউনিট; (ঘ) পোল্ট্রি ইউনিট; (ঙ) মৎস্য ইউনিট (চ) উদ্যান ও নার্সারী ইউনিট; (ছ) টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

চিত্রে: মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রংপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মান কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রসাশনিক ভবন এর ১০ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন, ১০ তলা পর্যন্ত গাঁথুনি সম্পন্ন, টাইলস, ফায়ার ও এয়ারকুলার সিস্টেম সহ ফিনিসিং কাজ চলমান।
- জেনারেল হোষ্টেল এর ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই কাজ চলমান ৫ম তলার ফিনিসিং কাজ চলমান।
- গেষ্ট হাউজ সহ ক্যাফেটেরিয়া ভবন এর ৫ম তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন ৪র্থ তলার ফিনিসিং কাজ চলমান।
- ডাইরেক্টর বাংলোর এর ২য় তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন, ২য় তলার ইটের গাঁথুনি চলমান ও ১ম তলার ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন।
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার এর ২য় তলার ইটের গাঁথুনির কাজ চলমান।
- স্টাফ কোয়ার্টার এর ২য় তলার ইটের গাঁথুনির কাজ চলমান।
- সাব ষ্টেশন নির্মান সহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন।
- রুরাল টেকনোলজী ভবনের কাজ চলমান।
- টেকনোলজী পার্ক এর ক্রপ সেড, ডেইরী সেড ও পল্ট্রী সেড এর ফিনিসিং কাজ চলমান।
- প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ি সকল ক্রয় কাজ ইজিপি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন ।

(৫) জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫/১০/২০১৬ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে মোট ১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বৃহত্তর ময়মংসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপঃ

- একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেণার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, টেকসই মডেল ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং মডেল/প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা; এবং
- দেশের গ্রামীণ হত দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে গ্রামীণ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৭১৬৩.৮৫ লক্ষ
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩০০০.০০ লক্ষ
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	২৯২৫.৫৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

সম্পদ সংগ্রহ

- ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।
- প্রকল্পের আওতায় যানবাহন (১টি পিকাপ ও ২টি মোটর সাইকেল) সংগ্রহ ।
- প্রস্তাবিত ৫টি ইউনিটের (ফসল, ডেইরী ও পোল্ট্রি, মৎস্য, টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট) এর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

নির্মাণ ও স্থাপনাদি

ভবন নির্মাণ

- দশ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ) (১ম ও ২য় তলায় ক্যাফেটেরিয়া; ৩য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র এবং ৪র্থ-৫ম তলায় গেস্ট হাউস)
- সাধারণ হোষ্টেল (পুরুষ): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ;
- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ ।
- মহাপরিচারক ও অতিরিক্ত মহাপরিচাক বাংলো : (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ।

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো/স্থাপনাদি নির্মাণ

- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে জামালপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এর সেড/অবকাঠামো নির্মাণ এবং মেইন গেট, গার্ড শেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।
- করিডোর নির্মাণ; মসজিদ নির্মাণ; রোড/লিংক রোড স্থাপন; পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ।
- টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক স্থাপনা ও পানি সরবরাহ (পাইপ লাইন, ২টি গভীর নলকূপ, ওভারহেড ট্যাংক) ব্যবস্থা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ভূমি উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাটের কাজ ৭৮% সম্পন্ন হয়েছে।
- সীমানা প্রাচীরের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর মেইন গেটের কাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হবার পর ৫ম তলার ছাদের রড বাইন্ডিং ও সাটারিং কাজ চলমান রয়েছে এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ) এর স্ট্রাকচার কাজ সম্পূর্ন হবার পর এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- সাধারন হোষ্টেল (মহিলা) এর স্ট্রাকচার কাজ সম্পূর্ন হবার পর এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী, প্লাষ্টার, টাইলস ফিটিংস ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- মহাপরিচালকের বাংলোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবনের অবকাঠামো মূলক কাজের ৭ম তলার ছাদের ঢালাই সম্পন্ন হওয়ার পর ৮ম তলার ছাদের রড বাইন্ডিং ও সাটারিং এর কাজ চলমান রয়েছে এবং পাশাপাশি ইটের গাঁথুনী ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- ইউনিট সমূহের ট্রাকচার কাজ ৮০% সম্পন্ন হওয়ার পর ইটের গাঁথুনী, প্লাষ্টার ও অন্যান্য কাজও চলমান রয়েছে।
- মসজিদের ফাউন্ডেশন ও গ্রেড বীম কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কলাম ঢালাইযের কাজ চলমান রয়েছে।
- এছাড়াও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় ৫ ভাগ চরাঞ্চলে বসবাস করে। প্রতি বছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বহু লোকের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। নদী বেষ্টিত এই সকল চরাঞ্চল মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে জীবন জীবিকার অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ। পাশাপাশি নদী বিধৌত উর্বর জমি থাকলেও উন্নত প্রযুক্তি, কলাকৌশল, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না হওয়ায় কাংখিত উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারেরই গবাদিপশু পালনের মানসিকতা থাকলেও অর্থাভাব, উন্নত জাত, চিকিৎসা সুবিধা না থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন গো-খাদ্যের অভাব সম্ভাবনাময় এ খাতটির উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। ইতিপূর্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ডিএফআইডি'র অর্থায়নে সিএলপি'র মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন চর এলাকায় নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলায় সিএলপির কার্যক্রম ছিল সীমিত । এ অবস্থা থেকে উত্তোরণে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জিওবি'র অর্থায়নে মোট টাকা ৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন বছর (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) মেয়াদী প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) চরের হতদরিদ্র অধিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র হতে উন্নয়ন;

(খ) বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল ভূ-খন্ডের সাথে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি;

(গ) দরিদ্র হতে উন্নীত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (কৃষি ও অকৃষি) নিয়োজিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে আরো উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ঘ) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সেবা প্রদানকারী (LSP) এবং আইসিটির ভিত্তিক গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং Incentive based micro saving program পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা	:	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি এবং সোনাতলা উপজেলার (সারিয়াকান্দি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন এবং সোনাতলা উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন) মোট ৮টি (চর) ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৯৬১.৬২ লক্ষ
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৬৬০.০০ লক্ষ
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৫৭৫.১৬ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের সুবিধাভোগী

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ২টি উপজেলার চর এলাকায় বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসনের পরামর্শ সর্বোপরি সিএলপি'র অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচন করা হবে। তবে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত সিএলপি প্রকল্প থেকে বাদ পরা হতদরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ১৬০০০ জন জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পের সুফল পাবে। এদের মধ্যে ৩০০০ জন হতদরিদ্র (সিএলপি প্রকল্প থেকে বাদ পরা) এবং ৫০০০ জন দরিদ্র অর্থাৎ হতদরিদ্র হতে উন্নীত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল কমর্কান্ড:

- নির্বাচিত ৩২২০ জন সুফলভোগী সদস্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বাড়তি আয় নিশ্চিত করবে।
- ৩ হাজার হতদরিদ্রদের মাঝে গবাদিপশু (৩ হাজারটি গরু ও ৩ হাজারটি ছাগল/ভেড়া) হস্তান্তর করে হস্তান্তরি প্রাণী পালনের জন্য অনুদান (স্ট্যাইপেন্ড) সুবিধা প্রদান, পশুখাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন করা হবে।
- প্রকল্প মেয়াদে মোট ৭০০টি পরিবার শুধুমাত্র গরু মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে সাবলম্বী হবে।
- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয়ভাবে ৩০ জন LSP সৃষ্টির মাধ্যমে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সেবা, কৃত্রিম প্রজনন ও পালন সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- ৩০০ পরিবারের জন্য ৩০০টি নলকূপ, ১২০০ পরিবারের জন্য ৪টি এলাকায় রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এবং ১৫০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাকট্রিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের মধ্য থেকে ১১০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ফলে নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।
- মোট ৩ হাজার জন সদস্য নিয়ে গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণদান সংস্থা (VSLA) এবং সামাজিক উন্নয়ন দল (SDG) গঠন করে মূলধন/পুজির যোগান নিশ্চিত করে প্রকল্প খাত থেকে ৫০% টাকা প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক নতুন সম্ভাবনাময় ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তির প্রদর্শনী ব্লক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় কৃষি ও বাসস্থানের ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন ও জরুরী সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করে দূর্যোগ মোকাবিলা করা।
- দুই উপজেলায় ৮টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট স্থাপন এবং সেলস্ ও সার্ভিস সেন্টার গঠনের মাধ্যমে পণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় সারিয়াকান্দি উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ৫৪টি ওয়ার্ড এবং সোনাতলা উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১২টি ওয়ার্ড সার্ভে করা হয়েছে।
- প্রকল্পের অর্থায়নে আইসিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কিত ৩০ জন খামারীকে, সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে ২১৬০ জনকে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা বিষয়ে ৬০০ জনকে, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ৬০০ জনকে, চর এলাকায় ফসল উৎপাদন বিষয়ে ৫১০ জনকে, বসতভিটায় সব্জি চায় বিষয়ে ১৮০ জনকে, গরু মোটাতাজাকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ২৭০ জনকে, ৬০ জন উপকারভোগীকে বীজ ব্যবসার মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, গো-খাদ্য ও সাইলেজ তৈরী প্রশিক্ষণে ৩০০ জনকে, বনায়ন প্রশিক্ষণে ৩০০ জনকে, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ২০ জনকে, বাজার উন্নয়ন ও ব্যবসার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ বিষয়ে ৩৯ জনকে এবং ১৫০ জন উপকারভোগীকে হস্তশিল্প ও সেলাই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১১টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।
- বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।
- উপকারভোগী ৩১৮৮ জন সদস্যদের মাঝে ষ্টাইপেন্ড সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- গরু মোটতাজাকরণ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- সম্পদ হস্তান্তরের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ১৫৯২টি গরু ও ১৫৯৬টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি নলকুপ,পানি সরবরাহ ও আনুসাঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে ৪৩৫টি গরুকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে।
- ৫টি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি
- সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৬৩০ জন উপকারভোগী সদস্যের মাঝে পাকচং-১ ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় মাননীয় সাংসদ এম এ মান্নান এবং একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ও প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে গরু ও ছাগল বিতরণ করছেন।

চরে সৌরশক্তি নির্ভর খাবার পানি সরবরাহ পদ্ধতি

(৭) সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই- ২০১৭ হতে জুন- ২০২২ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। দেশের ক্রমবর্ধমাণ বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার নির্ভর সেচ সুবিধা ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ নিমিত্ত আরডিএ, বগুড়ার রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টারের (আরইআরসি) আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য

সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ স্থাপন এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোসহ একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ-

ক) সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনের বেলায় সেচ পাম্প পরিচালনা করে দেশের সেচ কাজে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সাশ্রয় করা;

খ) সৌরশক্তি চালিত গভীর নলকূপের পানি বহুমুখী (ফার্ম ও নন-ফার্ম কাজে) কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো;

গ) আরডিএ-উদ্ভাবিত (সোলার সিস্টেম) মডেলে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে জমির অপচয় রোধ করা;

ঘ) একই জমিতে একই সময় বিভিন্ন ধরণের ফসল (দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তিতে) চাষাবাদের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি;

ঙ) আরডিএ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচ খরচসহ উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

চ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষনোত্তর আরডিএ ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৮টি বিভাগের ৩২টি জেলার মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৫৭.৩৬ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০০০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৯৭৬.২০ লক্ষ টাকা

মূল কার্যক্রম

- সৌরশক্তি নির্ভর গভীর (০.৫-১ কিউসেক) নলকূপ স্থাপন;
- আরডিএ মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- ফসলের নীবিড়তা বৃদ্ধিতে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি সাথি ফসল হিসেবে মাচায় উচ্চফলনশীল সব্জি চাষের ব্যবস্থা;
- পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ ইরিগেশন) কাঠামো তৈরী;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ;
- আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

অগ্রগতিঃ

- ৫টি এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য মডেল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- ৫টি ব্যাচের মাধ্যমে ৪০০ জন উপকারভোগীকে ফার্মার্স ফিল্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ৬টি ব্যাচের মাধ্যমে ১৮০ জনকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২টি ব্যাচের মাধ্যমে ৬০ জনকে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরাসরি জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- আইটি ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৮) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই- ২০১৮ হতে জুন- ২০২১ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন ও দল গঠনে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। আরডিএ, বগুড়া'র পাশাপাশি বিআরডিবি সচেতনতা ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমবায় অধিদপ্তর কৃষি ও হস্তশিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা করছে।

মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) -এর আলোকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্যতা থেকে উন্নীত (Graduation from Poverty) করার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হলোঃ

(ক) হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

(খ) দক্ষতা উন্নয়ন (skill development) প্রশিক্ষণ, সম্পদ হস্তান্তর (asset transfer) ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা;

(গ) কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Insemination [AI]) প্রযুক্তি ও আইসিটি নির্ভর প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার (ICT Based Livestock Management) মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন করা; এবং

(ঘ) প্রকল্প সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার (যেমনঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, সামাজিক সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন) উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ২টি বিভাগের ২টি জেলার মোট ৮টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১৯৫১৫.৩৫ লক্ষ টাকা
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৯৪.০২ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০০.০০ লক্ষ টাকা
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	:	৯৪.০২ লক্ষ টাকা

অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের চুড়ান্ত অনুমোদন ও জনবল নিয়োগ সর্ম্পূণ হয়েছে।
- প্রকল্পের জন্য একটি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন কাজ চলমান রয়েছে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারী পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ (১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারী ইউনিট (৩) পোলট্রি ইউনিট (৪) ডেইরী ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬) টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট। নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হলো।

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট

চিত্রঃ আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিস্যকালচার

চিত্রঃ বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিটে কার্যক্রম

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট

পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারী কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও গবেষণা কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য সামনে রেখে ২০০৭ সালে **কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট** প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আওতাধীন এই ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- ❖ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা।
- ❖ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্যবহার ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা।
- ❖ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অর্জিত জ্ঞান খামারী ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারন করা।
- ❖ কৃষকদের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার সঠিক বিপণন ও বিতরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- ❖ নিম্নমূল্য কালীন ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের জন্যে প্রয়োজনে হিমাগার ভাড়া প্রদান করা ।

কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ (এপিএম) ইউনিটটি পিপিপি'র আওতায় বর্তমানে ১৮ টি পণ্য (যেমনঃ বিভিন্ন ধরণের আচার, চাটনী, জেলী, ঘি, মধু, বনরুটি, রাইস ব্রান অয়েল, দুধ, দধি প্রভৃতি) সফলতার সাথে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাকরণের পাশাপাশি কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর আওতায় প্রতিবছর ৩০ জন করে একটি ব্যাচে ৩/৪ টি ব্যাচে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়াও একাডেমীতে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইউনিটের কার্যক্রম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। এই ইউনিটে আওতায় নিয়মিত ১০ জন কর্মী রয়েছে এ ছাড়াও দিন হাজিরা হিসেবে ৮/১০ জন লোকের কর্ম সংস্থান রয়েছে। এদের বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ব্যয় ইউনিটের আয় হতে বহন করা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতবকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট টি পিপিপি-এর আওতায় যৌথ উদ্যেগে কে এফবি আইএল, পড়শী বাজার, গ্রামীন ডানোন সাথে গ্রাম পর্যায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্রেঃ কষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট

সরকারী বে-সরকারী অংশীদারিত্বে (পিপিপি) মডেল

সরকারী গবেষণা কর্মকান্ডের পাশাপাশি ''সরকারী বে-সরকারী অংশীদারিত্বে (পিপিপি)'' আরডিএ এর সাথে কামাল মেশিন টুলস্ যৌথভাবে ওয়ার্কসপে আট ধরনের (মাড়াই, ঝাড়াই ও নিড়ানী যন্ত্র, চোপার মেশিন, বেড ফর্মার ইত্যাদি) ২৩৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও চার ধরনের ৩২০০ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অপর একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ''কৃষক ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'', ঢাকা এর সাথে পিপিপি মডেলে কার্যক্রম চলছে যা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও দ্রব্য (২৮ রকমের আম, বরই পেয়ারা, কাঁঠাল, মাশরুম, তেঁতুলের আচার, টমেটো ও তেঁতুলের সস, কমলার জেলি, সরিষার তেল, কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্রান তেল, ঘি, মধু ইত্যাদি) পল্লী ব্রান্ডে প্যাকেটিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আরডিএ-লিমরা প্রাঃ লিঃ, ঢাকা এর যৌথ উদ্যেগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করে আসছে । আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে হাইব্রীড বীজ গবেষণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্রঃ পিপিপি মডেলে পরিচালিত কার্যক্রম ওয়ার্কসপে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস

বিভিন্ন ধরনের সবজি, ধান ও ভূট্টা ফসলের হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন ও হাইব্রীড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে একটি হাইব্রীড বীজ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে আরডিএ-এসিআই যৌথ গবেষণা কার্যক্রমে ২.৪২ হেক্টর জমি ব্যবহার করে যাচ্ছে।

চিত্রঃ পিপিপি মডেলে পরিচালিত হাইব্রীড জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম

৯ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৯

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ এন্ড এক্সিবিশনস্ প্রাঃ লিঃ, ঢাকা যৌথ উদ্যোগে ০৪-০৬ এপ্রিল, ২০১৯ মেয়াদে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরা, কুড়িল, ঢাকায় ৯ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি- ২০১৯" মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম, এমপি বলেন, "কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কৃষি ও ভাগ্যাহত কৃষককূলের উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচী। দেশের সংকটকালীন মূহর্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে যে রূপরেখা প্রদান করেছিলেন পরবর্তীতে তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া সরকারের **Public-Private Partnership (PPP) Concept** –এর আলোকে স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD. Dhaka এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করেছে যেখানে ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং সুইজারল্যান্ডসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট দেশীয় নামী-দামী কোম্পানী ও উদ্যোক্তা, গবেষক, প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শন ও সম্প্রসারণে এগিয়ে এসেছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যে কোন আন্তর্জাতিক মেলায় ব্যবসার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে আয়োজক দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জল করবে যা আমাদের কৃষি ও সংস্কৃতিকে বর্হিবিশ্বের সামনে পরিচিতি লাভে বহুলাংশে সহায়ক হবে।

তিনি আরো বলেন, "আমাদের সরকার কৃষিকে মূল খাত হিসেবে চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি কৃষকের বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কাছে কৃষি উপকরণের সহজ লভ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু মৌলিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষককে স্বাবলম্বী করা এবং তাদের দরিদ্রতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। মেলায় প্রদর্শিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি কৃষক সমাজকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহদানের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং লাভজনক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে আমি আশাবাদী।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি (বিএফএসএ) বলেন "দেশকে এগিয়ে নিতে কৃষির আধুনিকায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন।নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি কৃষকের কাছে সহজলভ্য হতে হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে । আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে যদি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসাতে সংযুক্ত করা যায় তাহলে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার তার বক্তব্যে বলেন, "বিশ্বায়নের এ যুগে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আধুনিক কৃষির কোন বিকল্প নাই। বর্তমান সরকার ৭ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সচেষ্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে আগ্রহী তেমনি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সচেতন। সরকার পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমি বিশ্বাস করি সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA Trade Fairs & Exhibitions Pvt. Ltd. এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলা কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার ও প্রচারে সফল হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী। " মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকৌশলী মো: নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং জনাব কাজী ছারোয়ার উদ্দীন, পরিচালক, লিমরা ট্রেড ফেয়ারস্ এন্ড এক্সিবিশনস্ লি:, ঢাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক এ আয়োজনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বিশেষত: Agro Machinery and Seed Expo, Grain Tech Expo, Dairy & Poultry Expo, Beverage Foods & Technology Expo, Renewable Energy and Light Engineering Expo ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আন্তর্জাতিক এ মেলায় প্রযুক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি গবেষক, প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, সম্প্রসারণ কর্মী এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ও কৃষকদের মিলন মেলায় পরিণত হবে। মেলার কর্মসূচিতে সেমিনার ও গোল টেবিল আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আশা করা যাচ্ছে দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক এ মেলায় ভারত, চীন, নেপাল, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, ২০১১ সাল হতে প্রতি বছর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD. এর যৌথ ভাবে "Agro Tech Bangladesh" আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করে আসছে। PPP Concept –এর আলোকে এ মেলার সাফল্যের ধারাবাহিকতার জন্য সম্প্রতি গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD. এর মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে যার ভিত্তিতে এ বছর'সহ আগামী বছরেও অনুরূপ আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া মোট ৪০টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। একাডেমী উদ্ভাবিত মডেলগুলি নিম্নরূপ:

- পানি সমস্যার সমাধানে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকুপ।
- ভূগর্ভস্থ সেচনালা দ্বারা উন্নত সেচ ব্যাবস্থাপনা।
- পানির বহুমূখী ব্যবহার।
- নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহে আর্সেনিক ও আয়রন দূরীকরণ পদ্ধতি।
- গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা।
- গবাদীপশুর জাত উন্নয়ন।
- ফসলের ডাক্তার।
- বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর।
- সৌর শক্তি নির্ভর দ্বিস্তর কৃষি।
- পল্লী জৈবসার।
- প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ-ক্রেডিট।

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থ, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন সহায়ক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলিকে প্রোগামেটিক এ্যাপোচে নেয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব মডেলসমূহের সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ২০০৩ সালে বিওজি'র অনুমোদনক্রমে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারিতা ও অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় বিওজি সিআইডব্লিউএম এর আদলে আরো ৬টি নতুন সেন্টার যেমন: (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC); (২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CRDC); (৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (RERC); (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (CDRC); (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CCD); এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার (PPRC) সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)

একাডেমী এডভাইজারি সার্ভিসেস বা পরামর্শ সেবার আওতায় সেচ ও পানি সম্পদের উন্নয়নে দেশের আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকান্ড বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে প্রায় ২২০টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পরামর্শ সেবার আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন

সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুনগতমানে পানি সরবরাহের দায়িত্ব আরডিএ, বগুড়াকে প্রদান করা হয়। যেখানে একাডেমী'র সিআইডব্লিউএম ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরিকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ লক্ষ) কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

একাডেমীর সিআইডব্লিউএম কর্তৃক বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় স্থাপিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট

এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সিআইডব্লিউএম এর আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল সম্প্রসারিতি হয়েছেঃ-

ক্রঃ নং	পরামর্শ সেবার আওতায় মডেল সম্প্রসারণ	মন্তব্য
১	হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	সম্পাদিত
২	মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, শ্রীমঙ্গল ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	
৩	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বেলকুছি জোনাল অফিস ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	
৪	শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরন প্লান্টের সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	
৫	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্যাম্পাসে আরডিএ কর্তৃক স্থাপিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা-৫,০০০ লিঃ/ঘন্টা)এর মেরামত/সংরক্ষণ কাজ।	
৬	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন শিকলবাহা ২২৫ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, চট্রগ্রাম এলাকার অভ্যন্তরে একটি পর্যবেক্ষণ নলকূপ ও দুইটি আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন কাজ।	
৭	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন শিকলবাহা ২২৫ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, বিউবো, চট্রগ্রাম এলাকার অভ্যন্তরে পানি সরবরাহের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	
৮	চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ পটিয়া, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (উৎপাদন ক্ষমতা ৫,০০০ লিঃ/ঘন্টা) স্থাপন ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
৯	লক্ষীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, লক্ষীপুর ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি	

	বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (৫০০০ লিঃ/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন), পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন, গ্রাউন্ড রিজার্ভার সহ সেড নির্মাণ, ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১০	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পে গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	
১১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্প নগরী চুয়াডাঙ্গায় গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	
১২	আবেদা নূর ফাউন্ডেশন, গল্লাই, চান্দিনা, কুমিল্লা ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (৩০০০ লিঃ/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন), পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন কাজ।	
১৩	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ক্যাম্পাস-এ আরডিএ উদ্ভাবিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (৩০,০০০ লিঃ/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন), পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন কাজ।	
১৪	সৈয়দ স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড এর পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট এর রক্ষনাবেক্ষণ/সার্ভিসিং কাজ।	
১৫	টমা সেন্টার, গোপালগঞ্জ সেন্টারে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (ক্যাপাসিটি ১৫,০০০ লিঃ/ঘন্টার) স্থাপন কাজ।	
১৬	বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (ক্যাপাসিটি ১০,০০০ লিঃ/ঘন্টার) স্থাপন কাজ।	
১৭	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্প নগরী গোপালগঞ্জ ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট (ক্যাপাসিটি ১০,০০০ লিঃ/ঘন্টার) স্থাপন কাজ।	
১৮	বাংলাদেশ পানি সম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, সাভার ঢাকা-এর বাগাবাড়ি শাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রে গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
১৯	জিএমডি, চট্টগ্রাম (সেন্ট্রাল) এর আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড সাব-ষ্টেশন, হালিশহর, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধ করণ প্লান্ট (জঙ) ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
২০	জিএমডি, চট্টগ্রাম (সেন্ট্রাল) এর আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড সাব-ষ্টেশন, জুলধা, চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসে আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপ, পানি বিশুদ্ধ করণ প্লান্ট (জঙ) ও আনুসাঙ্গিক কাজ।	
২১	উল্লাপাড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পাসে পানি বিশুদ্ধ করণ প্লান্ট এর সার্ভিসিং কাজ।	
২২	ইউরিয়া ফাটিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ ঘোড়াশাল, নরসিংদী ক্যাম্পাসে স্থাপিত গভীর নলকূপের সার্ভিসিং কাজ।	
২৩	ফেঞ্চুগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট ক্যাম্পাসে স্থাপিত গভীর নলকূপের সার্ভিসিং কাজ।	
২৪	সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বেলকুচি জোনাল অফিস এ বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট সার্ভিসিং কাজ।	
২৫	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিসিক শিল্প নগরী ঝালোকাঠি ক্যাম্পাসে গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	চলমান
২৬	ডিএপি ফাটিলাইজার লিমিটেড, রাঙ্গাদিয়া, চট্রগ্রামে গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	

১। সিআইডব্লিউএম পরিচালিত আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারিভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্প এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৭১টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ঋণ সুবিধায় আওতায় মোট ২৫,৯৫৫ জন সদস্যের মাঝে টাকা ২৩২.৭২ কোটি ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে রোলিং হচ্ছে। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য ১৪৮২০ জন (৫৭.১০%) এবং মহিলা সদস্য ১১১৩৫ জন (৪২.৯০%) ।

২। সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার

আরডিএ সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন জাতের রোগমুক্ত বীজআলু উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। এ সেন্টার আরডিএ বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে, আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগমুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরি সহায়তাও প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে USAID, PRICE এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় শতাধিক এবং একাডেমীর রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় তিন শতাধিক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আলু চাষের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মাঠদিবসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশী-বিদেশী বিষেশজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায় এবং নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশে বিরাজমান আলু চাষের সমস্যা সমাধানে এ সেন্টার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রোগমুক্ত আলুর অনুচারা ও বীজ আলুর পাশাপাশি এই সেন্টার তার নিজস্ব লোকবলের সহায়তায় আঙ্গুর, কলা, স্ট্রবেরী, স্টেভিয়া ও অর্কিডের রোগমুক্ত অনুচারা উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এই গবেষণার সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী। উক্ত গবেষণা সফল হলে একদিকে যেমন দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে তেমনি গরীব কৃষক হবে সাবলম্বী।

সীড এ্যান্ড বায়োটেকনোলজী সেন্টারের মাধ্যমে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এ বছর বিভিন্ন জাতের ৮৫ মেঃ টন রোগমুক্ত বীজআলু এবং প্রায় দুই লক্ষাধিক সম্পন্নরোগমুক্ত আলু ও স্ট্রবেরী অনুচারা উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। সেন্টারটি বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরি সহায়তাও প্রদান করে আসছে। বর্তমানে টিসু কালচার পদ্ধতিতে অর্কিড, জারবেরা ও গ্লাডিওলাস এর অনুচারা উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টিস্যুকালচারের মাধ্যমে আলু উৎপাদন

৩। ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- আরডিএ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে একাডেমীর প্রদর্শনী খামারে ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ একটি

অত্যাধুনিক কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী ও একটি ক্ষুদ্রাকার Diagnostic ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।

- দেশের চরাঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলের দেশীয় জাতের গরু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন করে (পার-ল্যাকটেশন) দুধ ২৫০ লিটারের স্থলে ৩০০০ লিটারে উন্নীতকরণ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মাংস উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম সমগ্র দেশে সম্প্রসারণের জন্য একাডেমী ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

উন্নত জাতের ষাঁর গরু থেকে সীমেন সংগ্রহ করা হয়

৪। রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)

একাডেমীর রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার এর আওতায় একাডেমী খামারে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে দ্বি-স্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সাথে ধান ও মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাসত্মবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এ সেন্টারের আওতায় সদ্য সমাপ্ত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রকল্পের ১১২টি উপ-প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে।
- আরইআরসির'র আওতায় সৌর শক্তি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণের জন্য চলতি অর্থবছর থেকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- একাডেমী উদ্ভাবিত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশ বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ সেন্টার উক্ত প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশে সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- এ সেন্টারের মাধ্যমে আরডিএ, বগুড়া'র কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য জিওবি অর্থায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিপি'তে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৫। চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)

এ সেন্টারের আওতায় বাস্তবায়িত সিএলপি এবং চলমান এমফরসি প্রকল্পসমূহের কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

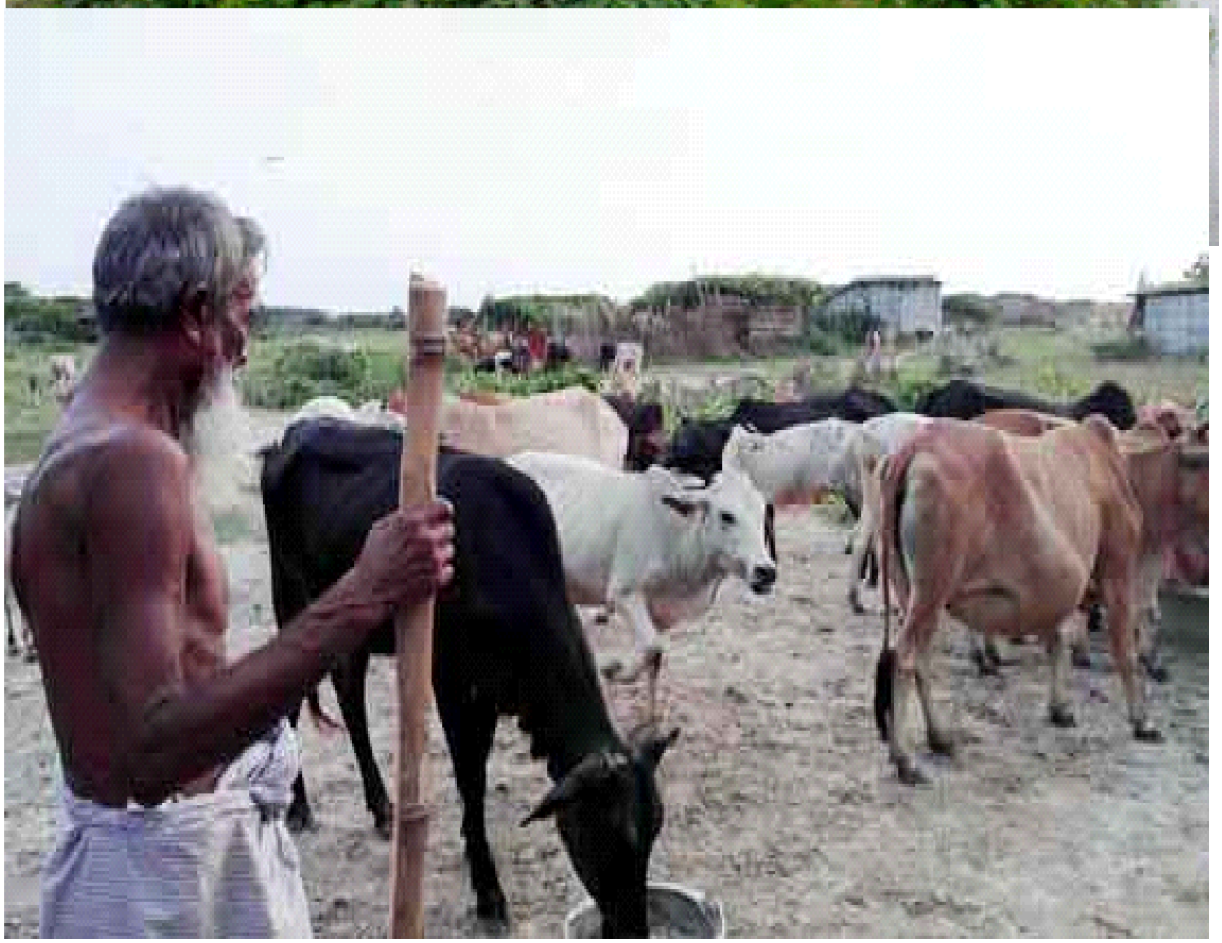

৬। সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)

গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক বনায়ন, পল্লী এলাকার শিশুদের উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপণ, পল্লী এলাকায় বিশেষতঃ যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা, পল্লী শিক্ষা, গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য, যৌতুক ও নারী নির্যাতন, এবং মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি, সরকারী/এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প মূল্যায়ন, ইত্যাদি। এছাড়া, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), বার্ষিক পরিকল্পনা, Perspective Plan-এ দারিদ্র বিমোচন কৌশলের আলোকে সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষক পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা ও মডেল উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকা;
- বিগত দিনের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সচল রাখা;
- দেশে এবং দেশের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন;
- দেশে এবং বিদেশে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল অবহিতকরনের জন্য দেশে এবং বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা;
- সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;
- সরকারী বাজেটের উপর আরডিএ'র নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ; আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- সরকারী/বেসরকারী/আন্তজাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

৭। পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার (পিপিআরসি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষক মাঠ স্কুল, ফসলের ডাক্তার ইত্যাদি মডেল থেকে অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবীকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ''Palli Patshala Research Centre (PPRC)'' শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার প্রস্তাব করা হলে একাডেমী ২০১২ সালে একাডেমী ৪১তম বোর্ড সভা পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়। মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

সেন্টার পরিচালনা উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী পাঠশালা কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার এবং গ্রামবাসীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সর্বস্তরের গ্রামবাসী এ কেন্দ্র থেকে খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ হাতের নাগালে নিশ্চিতকরণ;
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পল্লী পাঠশালায় গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলে সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়নে আকৃষ্ট করা;
- সরকারী উন্নয়নমূলক তথ্য প্রবাহের চ্যানেল হিসেবে পাঠশালাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- সরকারী/ বেসরকারী/ আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত পল্লী পাঠশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি) প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। গ্র্যাজুয়েট যুবকদের স্বকর্মসংস্থানে উজ্জীবিত করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত এই প্রোগ্রামের চারটি ব্যাচ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি ক্যাটালিস্ট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪টি ব্যাচে মোট ৭৩ জনকে গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট সনদ প্রদান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫ম ব্যাচে মোট ২১জন শিক্ষার্থী পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট কোর্সটিতে অধ্যায়নরত রয়েছে।

মো: আমিনুল ইসলাম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া